JAN. 23 2001

ভোরের কাগজ

পুস্তকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্নে বোর্ড সভায় বিতণ্ডা, বিভক্তি

১ কোটি বই কেটে নেওয়ার প্রস্তাবে বাহাস

কাগজ প্রতিবেদক : প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে বই বাজারে সরবরাহ করতে না পারায় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বেস্নিমকোর প্রতিষ্ঠান পুস্তকার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এ উদ্দেশ্যে গতকাল সোমবার বোর্ড অফিসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়ে যায়। বিক্রয় আদেশ না নিয়েই প্রথম পর্যায়ে গত রোববার ১ কোটির পরিবর্তে মাত্র ১০ লাখ বই বাজারে ছাড়ার জন্য পুস্তকার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নিয়ে সভায় কয়েকজন কর্মকর্তার মধ্যে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা হয়।

বোর্ড অফিসে গতকাল বিকেল ৩টায় শুরু হয়ে দুই ঘণ্টা এই সভা চলে। চেয়ারম্যান ড. তপন কান্তি চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পুস্তকার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়। সভা সূত্রে জানা গেছে, বারবার শর্ত ভঙ্গ করা সত্ত্বেও পুস্তকার বিরুদ্ধে এতোদিনে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এ নিয়ে কয়েকজন কর্মকর্তা প্রশ্ন তোলেন।

সূত্র জানায়, পরিস্থিতি সামাল দিতে

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

পুস্তকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

● প্রথম পাতার পর

চেয়ারম্যান ড. তপন কান্তি চৌধুরী পুস্তকার বিরুদ্ধে শাস্তিস্বরূপ তাদের কাছ থেকে মাধ্যমিক স্তরের ১ কোটি বই কেটে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবে এই এক কোটি বইয়ের কাজ উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে একই দরে অন্যান্য প্রকাশকদের দিয়ে দেওয়ার কথাও বলা হয়।

জানা গেছে, এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন বোর্ড সচিব ড. গাজী আহসানুল কবীর এবং উপসচিব (প্রশাসন) ইয়াকুব হোসেন। তাদের বাধার কারণে শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবটি পাস হয়নি।

এছাড়া সভায় বই সংকট সমাধানেও নতুন কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। সভায় উপস্থিত বোর্ডের একজন সদস্য জানিয়েছেন, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসেও পুস্তকা মাধ্যমিক স্তরের সব বই বাজারে দিতে পারবে কিনা এ নিয়ে কর্মকর্তারা সভায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গত, বেশ কয়েক দফা সময় বাড়ানোর পর পুস্তকা আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক স্তরের সব বই (প্রায় আড়াই কোটি) বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু প্রথম পর্যায়েই তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হয়। এদিন ১ কোটি বই বাজারে ছাড়ার কথা থাকলেও বোর্ডের কোনো অনুমতি না নিয়ে পুস্তকা মাত্র ১০ লাখ বই বাজারে ছাড়ে। এর ফলে বাজারে সৃষ্টি হয় কৃত্রিম সংকট। টেন্ডারের শর্ত অনুযায়ী কাজ করলে পুস্তকাকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সব বই প্রস্তুত করতে হতো।